তারিখ ... AUG. 29 2006. ...
পৃষ্ঠা - ১৪ কলাম - ৭...

যায়যায়দিন

সিলেট যেখানে পিছিয়ে

শিক্ষায় সব বিভাগের নিচে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি– তিনটি ক্ষেত্রেই দেশের অন্য যে কোনো এলাকার চেয়ে পিছিয়ে সিলেট। সাক্ষরতার হার, স্কুল সংখ্যা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার রেজাল্ট সব দিক দিয়েই সিলেট বিভাগ পিছিয়ে থাকে। জন্মশাসনে এ অঞ্চলের অবস্থা আরো কাহিল। সারা দেশে যখন মোট সন্তান ধারণের হার কমে, সিলেটে তখন বাড়ে। কৃষির অবস্থাও একই রকম। এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন পার্থ সারথি দাস

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সঙ্কট, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদেশ যাওয়ার প্রবণতাসহ নানা কারণে সিলেট বিভাগের শিক্ষার হার ও মান দিনে দিনে নিচের দিকে নেমে এখন তা সব বিভাগের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সাক্ষরতার হারের দিক দিয়ে সিলেট বিভাগই এখন সবচেয়ে নিচে। এ বিভাগে সাক্ষরতার হার জাতীয় হারের প্রায় ৮ ভাগ কম। অথচ এক সময় সিলেটে এ হার ছিল উল্লেখ করার মতো। জানা যায়, ১৯৫১ সালে সিলেট বিভাগে এর হার ছিল ২৪ দশমিক ৪। ১০ বছরের ব্যবধানে ১৯৬১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২০ ভাগে। ১৯৮১ সালে তা আরো কমে হয় ১৯ দশমিক ৯ ভাগ। ১৯৯১ সালে সারা দেশে গড় হারের চেয়ে সিলেট বিভাগে গড় সাক্ষরতার হার ছিল ৮ ভাগ কম। ওই বছর দেশে গড় সাক্ষরতার হার ৩৫ থাকলেও সিলেটে ছিল প্রায় ২৭ ভাগ। ২০০১ সালের পরিসংখ্যানেও দেশের ছয়টি বিভাগের মধ্যে সিলেট বিভাগে সাক্ষরতার হার ছিল সর্বনিম্ন। বর্তমানে সারাদেশে সাক্ষরতার হার বাড়লেও সিলেটে তা ওইভাবে বাড়েনি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ২০০১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৪৭ দশমিক ৩ ভাগ। এর মধ্যে বিভাগওয়ারি হার সবচেয়ে বেশি বরিশালে। আর সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে। বরিশালে এ হার ৫৬ দশমিক ৩, আর সিলেটে মাত্র ৩৯ ভাগ।

সিলেটের শিক্ষাবিদরা জানান, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতার হারের ছকে অন্যান্য এলাকার তুলনায় সিলেটের অবস্থান ছিল সম্মানজনক। এর মধ্যে প্রথম দিকে সিলেটে সাক্ষরতার হার কখনো একেবারে নিচে ছিল না। কখনো তা ছিল [illegible]

কিন্তু গত এক দশক ধরে সিলেটের সাক্ষরতার হার ক্রমেই নিচের দিকে নেমে এসেছে। এটা সিলেটের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশারই একটি চিত্র।

সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদদের মতে, সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে সৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চরম সঙ্কট, স্থায়ী ও প্রকট শিক্ষক সঙ্কট, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, স্থানীয় লোকজনের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা ও সেই সঙ্গে শ্রমের মূল্য বেশি থাকার কারণেই সিলেটে শিক্ষাক্ষেত্রে এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী ও লেখক আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, আমি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় হেঁটে দেখেছি সেখানে শিক্ষার হাল কতো খারাপ। সিলেটকে আলোকিত করতে হবে। শিক্ষার হার ও মান বাড়াতে হবে।

সিলেটের সন্তান ও লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র শফিকুল হক বলেন, এক সময় সিলেট থেকে যুবকরা লন্ডনে গিয়ে বাবুর্চির কাজ করতো। কিন্তু এখন সিলেট থেকে তরুণ-তরুণীরা সেখানে গিয়ে শিক্ষিত হচ্ছে। এখন অবস্থা এমন যে অনেকে রেস্টুরেন্টে কাজ না করায় বৃটেনের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা কর্মচারী সঙ্কটের মুখে রয়েছে। তিনি বলেন, সিলেটের ছেলেমেয়েরা সিলেটে মানসম্মত শিক্ষা পায় না। কিন্তু এ সিলেটীরাই লন্ডনে গিয়ে আজ লিড দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সিলেট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক মোঃ সিরাজুর রহমান বলেন, সিলেটে শিক্ষার হার ও মান কম, এটা ঠিক। শিক্ষক সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্কট ছাড়াও বড় কারণ প্রবাসে যাবার প্রবণতা। তিনি বলেন [illegible]

জানিয়েই বিদেশ চলে যায়।

সিলেটের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদু[illegible] আজিজ বলেন, সিলেটে সরকারে[illegible] বৈষম্যমূলক নীতির কারণে শিক্ষার হার [illegible]

> বরিশাল বিভাগে[illegible] প্রতিষ্ঠান রয়েছে এক হ[illegible] বিভাগে তা মাত্র ৬৭১টি [illegible] চেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা [illegible] রাজশাহী বিভ[illegible]

মান বাড়ছে না। এখানে অন্য সব অঞ্চলে[illegible] চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক কম[illegible] শিক্ষকও কম। স্কুল ও কলেজে গেলে [illegible]

[illegible] জানা গেছে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেও সিলেট বিভাগে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নেই। প্রাথমিক ও [illegible]

> [illegible]াধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা [illegible]ার ৪১৮টি। কিন্তু সিলেট [illegible]অন্য সব বিভাগে সিলেটের [illegible]তষ্ঠান কয়েকগুণ বেশি। [illegible] তা প্রায় ৯ গুণ

গণশিক্ষা অধিদফতর সিলেট সূত্রে জানা গেছে, বিভাগের চার জেলায় প্রায় হাজারখানেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়া দেশের অন্য পাঁচটি বিভাগে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অনুমতি দেয়া হলেও সিলেটের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়া বন্ধ রয়েছে।

জানা যায়, আয়তনের দিক দিয়ে প্রায় সমান হলেও বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫ হাজার ৮২৯টি। কিন্তু সিলেট বিভাগে তা ৫ হাজার ২৩৫টি। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার দিক দিয়েও সিলেট রয়েছে সব বিভাগের একেবারে নিচে। সিলেট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা দফতরের এক কর্মকর্তা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সিলেট বৈষম্যের শিকার উল্লেখ করে বলেন, কুমিল্লা জেলায় যেখানে ১ দশমিক ৯৭ বর্গ কিলোমিটারে একটি বিদ্যালয় রয়েছে সেখানে সিলেটের তিন বর্গ কিলোমিটারে মাত্র একটি বিদ্যালয় রয়েছে। তিনি জানান, কাছে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় সিলেট সদর উপজেলার ৩৫টি গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গোটা বিভাগে বিশেষ করে হাওর-বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় এ অবস্থা আরো খারাপ।

এদিকে সিলেট বিভাগে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কম এবং তা দেশের সব বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে কম এ বিভাগে। ২০০১ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য থেকে দেখা যায়, বরিশাল বিভাগে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এক হাজার ৪১৮টি। কিন্তু সিলেট বিভাগে তা মাত্র ৬৭১টি। অন্য সব বিভাগে সিলেটের চেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়েকগুণ বেশি। রাজশাহী বিভাগে তা প্রায় ৯ গুণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যচিত্র থেকেই দেখা গেছে, সিলেটে কলেজের সংখ্যাও একেবারে কম।

নিপোর্টের ২০০৪ সালের জরিপ ফলাফলে দেখা যায়, সিলেটে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর হার দেশের অন্য যে কোনো এলাকার চেয়ে কম। এখানে ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে। খুলনা বিভাগে এ হার সবচেয়ে বেশি ৫৯ দশমিক ৫ শতাংশ। অন্যদিকে সিলেটে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রমকারীর সংখ্যা ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ। আর চট্টগ্রাম বিভাগে এ হার ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ।

সিলেটের ক্ষুদ্র অংশ চা-শ্রমিক। [illegible] চা-বাগানে একটি প্রাথমিক বিদ্যাল[illegible] নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা নেই[illegible] দেশের বাগানে মাত্র তিনটি [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আ[illegible] কয়েকটিতে নামমাত্র স্কুল থাকলে[illegible] কোনো শিক্ষার পরিবেশ নেই। [illegible] কেউ গেলে কিছু একটা পড়ান, [illegible] বাগানের দাফতরিক কাজে চলে[illegible] শ্রমিকরাও তাদের সন্তানদের [illegible] পাঠাতে উৎসাহী হয় না। তারা [illegible] বেশির ভাগ সময় বাগানের [illegible] পরিষ্কারের কাজে, নাহয় লাকড়ি [illegible] কাজে লাগিয়ে দেয়। বাগানের কা[illegible] একজন কিশোরকে ২৬ টাকা ক[illegible] হয়। লাকড়ি কুড়ালেও ১০০ থে[illegible] টাকা পাওয়া যায়। বাগান[illegible] বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুর [illegible] কমপক্ষে ১০ হাজার হবে বলে চ[illegible] নেতারা জানিয়েছেন। চ[illegible] ইউনিয়নের উপদেষ্টা মাখন কর্মকা[illegible] আসলে বাগানে সরকারি প্রাথমিক [illegible] স্থাপন করতে সরকার ও বাগান [illegible] কেউই আন্তরিক নয়।